JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে সমকালীন লোকসংস্কারের স্বরূপ অনুসন্ধান

নন্দ কুমার পাখিড়া
পি এইচ. ডি. গবেষক, বাঙলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রাডঙ্গল, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ডঃ সমরেশ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক, বাঙলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রাডঙ্গল, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ

এককথায় বলা যায়ঃ লোকজীবনের সামগ্রিক কৃতিই হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতিঃ শিক্ষাঃ যন্ত্র কৌশলগত জটিলতা বহির্ভূত যে যূথচারী সংহত জনগোষ্ঠী তাই লোকসমাজ নামে অভিহিত। গোষ্ঠীজীবনে পর্যবসিত সংস্কার ঐতিহ্যবাহিত হয়ে রক্তধারায় মিশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানবজীবনে ও সমাজে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম ঃশ্রীকৃষ্ণবিজয়ঃ কাব্যে লোক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যে সমকালীন জীবনের ছায়াপাতও ঘটেছে এবং বাঙালীর সংস্কারঃ রীতিঃনীতিঃ লোকবিশ্বাস এবং মানবহৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি ও আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে। সেকালে বাঙালী সমাজে দশবিধ সংস্কারের প্রচলন ছিল। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে দশবিধ সংস্কারের বর্ণনা না থাকলেও জন্মঃবিবাহঃমৃত্যু মানবজীবনের চিরন্তন প্রবাহিত এই তিনটি প্রধান লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী সমাজে সন্তান জন্মের সময়ঃ লগ্নঃ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিচার করা হত। ধনী ব্যক্তিরা আনন্দে দান করতেন। সন্তানের জন্মমহোৎসব পালন করতেন। নন্দ ঘোষও শ্রীকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব পালন করেছিলেন। অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুদের হাতে রক্ষামন্ত্র বেঁধে দেওয়া হত। আবার খেতে বসে ভাত ফেলে উঠতে নেই এই সংস্কারও ছিল। ব্রহ্মশাপের ও স্ত্রী বধের ভয় ছিল পাপবোধের কারণে। শাস্ত্র মেনে জাতাকর্মঃচূড়াকরণ প্রচলিত ছিল। বিবাহে যৌতুক

নেওয়ার রীতি ছিল৷ বিবাহ উপলক্ষ্যে গৃহ সাজানোᇫ বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলসূচক বস্তু রাখাᇫ দ্বারে ঘটস্থাপন প্রভৃতি লোকাচারের বর্ণনা পাই৷ নিয়ম মেনে বিবাহের লগ্নᇫ দিন ঠিক করা হত৷ বিবাহচার সম্পর্কে কবি বহু বিবরণ কাব্যে দিয়েছেন৷ সাতপাকে ঘোরার কথাও আছে৷ স্ত্রী আচারের বর্ণণা করতেও কবি ভোলেননি৷ আবার ভাদ্র মাসে চতুর্থীর চাঁদ দর্শন করলে মানুষের জীবনে মিথ্যা কলঙ্কের ঘটনা ঘটে . এ বিশ্বাসও লোকসমাজে ছিল৷ নারীগণের বাম চোখ বা বাম ঊরু কেঁপে উঠলে তা মঙ্গল সূচক কোন কিছুর ইঙ্গিত দিতᇴএ বিশ্বাসও সমাজে ছিলᇫ এখনও আছে৷ বাঙালী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করত৷ উল্কাপাতᇫ ভূমিকম্পᇫ কুকুরের কান্নাᇫ গ্রহণ লাগাᇫ এ সকল বিচিত্র ঘটনার ফলে মঙ্গল ᇴ অমঙ্গল ফলাফল ঘটে.এ লোকধারণা সমাজে বিদ্যমান ছিল৷ পুণ্যলাভের জন্য গঙ্গাস্নান ও তীর্থভ্রমণের রীতি ছিল সমাজে৷ মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াদির বর্ণনাও কবি সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন৷ সৎকারᇫ পিন্ডদানᇫ তর্পণᇫ দানধ্যান প্রভৃতি নিয়ম ও লোকাচারের বর্ণনা ᇶশ্রীকৃষ্ণবিজয়েᇶ পাওয়া যায়৷ বর্তমানের বাঙালী সমাজ মানসে লোকসংস্কারের ব্যবহারিক রূপ জীবনের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ে৷ মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে ᇶশ্রীকৃষ্ণবিজয়ᇶ তার ব্যতিক্রম নয়৷

সূচক শব্দঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ᇫ সংস্কারᇫ জন্মোৎসবᇫ ভাতᇫ বিবাহাচারᇫ তীর্থস্নানᇫ জন্মান্তরবাদᇫ সৎকার৷

মূল প্রবন্ধঃ ᇶসংস্কৃতিᇶ শব্দের অর্থ হল একটি গোষ্ঠীতে পুরুষানুক্রমে তৈরী জীবনযাত্রার বিভিন্ন ছক৷ সেটা কখনও স্পষ্ট ও প্রকাশ্য আবার কখনও গোপন কিংবা অনুমান সাপেক্ষ৷ আর এই ছকগুলি মানুষের আচরণ বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে৷ সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে श्रण डमसअपससम ब्मतोवअपसे তাঁর ᇶब्लसजनतंस क्लदंउपबेᇶ গ্রন্থে বলেছেন মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের অঙ্গ হল সংস্কৃতি৷ একদিকে শারীরিক ও বস্তুগত উপাদানᇫ অন্যদিকে সাহিত্য সংগীতের মত অবস্তুগত উপাদানᇫ কল্পনায় সৃষ্ট স্থাপত্যᇴভাস্কর্যᇴ নৃত্যᇴনাটক প্রভৃতি চারুকলা প্রভৃতি মানুষ মননের দ্বারা তৈরী করেছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন৷ এসবই তার সংস্কৃতি৷ এককথায় জনজীবনের সামগ্রিক কৃতি.ই হল সংস্কৃতি৷

তাই বলা যায় লোকসংস্কৃতিও আলাদা কোন ব্যাপার নয়৷ তা সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ৷ সংস্কৃতিᇫ শিক্ষাᇫ মননᇫ যন্ত্র কৌশলগত জটিলতা বহির্ভূত যে যূথচারী সংহত জনগোষ্ঠী তাই লোকগোষ্ঠী বা লোকসমাজ নামে অভিহিত৷ আর এদের জীবনের সামগ্রিক কৃতিই হল লোকসংস্কৃতিᇫ যা পোশাক.পরিচ্ছদᇫ রন্ধনᇫ ঔষধᇫ তুকতাকᇫ

প্রথাএ উৎসবএ বিশ্বাসএ সংস্কারএ লোকাচারএ ধর্মএ পার্বণএ মেলা ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত। এগুলিই গোষ্ঠী জীবনে সংস্কারে পর্যবসিত হয়েছে। যা ঐতিহ্যবাহিত হয়ে রক্তধারায় মিশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানব জীবনে ও সমাজে।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে লোক উপাদানের সন্ধান প্রচুর পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনএ অনুবাদ সাহিত্যএ মঙ্গলকাব্যএ নাথসাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য ধারার মধ্যে প্রচুর প্রবাদ প্রবচনএ ধাঁধাএ লোকাচারএ লোকসংস্কারএ লোকজীবনএ লোকবিশ্বাসএ লোকগাথা ইত্যাদি লৌকিক উপাদান রয়েছে। এই সময়ের বিশিষ্ট একটি শাখা হল অনুবাদ সাহিত্য। রামায়ণএ মহাভারত ও ভাগবত . এই তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলায় অনুবাদ হয়েছিল। যা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহসে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে আছে। গুণরাজ খাঁন উপাধিক মালাধর বসু প্রথম হভাগবতহ পুরানের অনুবাদ করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাঁর কাব্যের নাম হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ। এই কাব্যে সমকালীন সময়ের বাঙালীর সমাজজীবনএ লোকবিশ্বাসএ লোকাচার ও লোকসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়।

রচয়িতা এবং সময়কালৃদুইটিই যখন প্রাচীন হয় তখন তাকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজও এক অর্থে অনুবাদকের দায়িত্ব বলেই মনে করা হয়। প্রত্যেকটি যুগ তার সমকালীন ভাষা ও ভাবনাএ সংস্কার ও লোকাচারের মধ্য দিয়েই নবজন্ম লাভ করে। হভাগবতেহর বাঙলা অনুবাদ করে মালধর বসু মধ্যযুগের বাঙালীর মন ও সমাজকে নতুন আশা ও আদর্শের পথ দেখিয়েছিলেন। আর সেটি করতে গিয়ে তৎকালীন সময়ের বেশ কিছু লৌকিক উপাদানকে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। আসলে প্রত্যেক রচনাকারের কাছে তাঁর চলমান সময়টিই হল সমকাল। তাঁরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন প্রবাহিত করেএ সেই সময়কালটিই তাঁদের সাহিত্যে ধরা পড়ে। বহিরাগত তুর্কী আক্রমণ বাঙলাদেশের সমাজ.সংস্কৃতি ও মানবজীবনের উপর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এনেছিল। আর এ কারণেই তৎকালীন বাঙালী সমাজের পুনর্গঠনের প্রয়োজন মেটাতে কবি মালধর বসু তাঁর হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যটি রচনা করেন। স্বভাবতইএ কবির কাব্যে সমকালীন জীবনের ছায়াপথও ঘটেছে এবং সমকালীন বাঙালীর সংস্কারএ রীতিৃ নীতিএ লোকবিশ্বাসএ এবং মানবহৃদয়ের চিরন্তনবৃত্তি ও আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐশ্বর্যমন্ডিত চরিত্র। হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যের প্রধান বিষয়ই হল শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণনা। ফলে লোকসমাজের চিত্র এ কাব্যে খুব বেশী না

থকাই স্বাভাবিক। কিন্তুএ মালধর বসু সমাজ সচেতন শিল্পী ছিলেন। একজন শিল্পী হলেন সময়ের সন্তান। তাঁর যুগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে সেকালের লোকসমাজের বেশ কিছু চিত্র ধরা পড়েছে। সে সময়ে বাঙালী সমাজে দশবিধ সংস্কারের প্রচলন ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঃশ্রীকৃষ্ণবিজয়ঃ কাব্যে দশবিধ সংস্কারের বর্ণনা না থাকলেও জন্ম ঃবিবাহ ঃ মৃত্যু মানবজীবনে চিরন্তন প্রবাহিত এই তিনটি প্রধান

লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী গৃহে সন্তান জন্মের লগ্নে তিথিএ নক্ষত্রএ গণ প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্র বিচার করা হত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনাতে মালধর লগ্নএ রাশিএ গ্রহএ নক্ষত্রএ গণ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

ষভাদ্রমাঁস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমি ষুভতিথি।
সুভক্ষণ শুভদিন রোহিনি নিসাপতি॥
৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
দোঅজ প্রহর নিসি চান্দের উদয়।
লগনেত ষুরু গুরূ ভৃগুর তনয়॥
বৃষের উদয় চান্দে যবে ভুমি ষুত।
তুলায়ে সসি কন্যায়ে বুধ সব অদভূত॥
চন্দ্রের হোরায়ে দেখি ত্রিকোন সময়।
কর্ক্কটের ষুরূ গুরূ মিথুনের অর্দ্ধকায়॥
৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
হেনঞী সময়ে তথা মাহেন্দ্রক্ষণ হৈল।
ষুন্দরি দৈবকি দেবি পুত্র প্রসবিলষ।[১]

সেসময় পুত্র সন্তান লাভ করলে ধনী ব্যক্তিরা দানধ্যান করতেন ও জন্মমহোৎসব পালন করতেন। কৃষ্ণের জন্মের পরে তাঁর পিতা নন্দ ঘোষ ব্রাহ্মণদেরকে বহু দান করেছিলেন এবং কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন।

ষপুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হঞা।
কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মণ আনিঞা॥
স্ত্রি পুত্রে সর্ব্বজনে মহোৎসব করী।
সকল সম্পন্ন হইল নন্দ ঘোস পুরী॥ষ[২]

আবারএ বাঙালী সমাজে বংশরক্ষার জন্য পুত্র সন্তানের কদর বেশী। আজও দিকে দিকে কন্যাভ্রুণ হত্যা হয়েই চলেছে। শুধু পুত্র সন্তানের জন্য মানুষ তুকতাকএ ওঝাএ মাদুলিএ দৈব ওষুধএ দেবস্থানে মানতঃকতকিছুই করে চলেছে। বংশরক্ষার এই সংস্কার

বহুযুগ ধরে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও তার পরিচয় পাই। বসুদেবএ নন্দ ঘোষকে বলেছেন দৃ

ষশুনিল তোমার পুত্র বৃদ্ধকালে হৈল।
আমার জতেক পুত্র পাপ কংসে মাইল॥
বংস রক্ষ্যা এক পুত্র আছে তোমার ঘরে।
মা এর সহিত পালন করিহ তাহারে॥ষ[৩]

পুত্র হওয়ার কারণে যেমন পুত্র জন্মোৎসব পালন করা হত তেমনি আনন্দের কারণে রাজার কাছেও উপঢৌকন পাঠানো হত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর পিতা নন্দ ঘোষ রাজা কংসের কাছে উপঢৌকন পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এটিও তৎকালীন একটি লোকাচার ছিল।

ষঘোষনাদ দিল নন্দ সকল নগরে।
কর লঞা কালি যাব রাজার দুআরে॥
২২২২২২২২২২২২২২২২২
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকট পুরিঞা।
নড়িলাত সব গোপ হরষিত হঞা॥ষ[৪]

ধর্ম করলে বিধাতা রক্ষা করেন আর অধর্মএ হিংসা করলে বিধাতা তাকে শাস্তি দেন এ ধারণাও লোকসমাজে প্রচলিত। পুতনা বধের পর যশোদা বলেছেন দৃ

ষনা মইল পুত্র মইল পাপিষ্ঠ অষুরে॥
ধর্মলোক জেই হিংসে বিধাতা তা হরে।
না মইল মোর পুত্র মইল অষুরে॥ষ[৫]

আবার অশুভ শক্তি বা অপদেবতার হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য গঙ্গাজল দিয়ে রক্ষামন্ত্র বাঁধার রীতিবিশ্বাসও সমাজে ছিল। পুতনা বধের পর মা যশোদা কৃষ্ণকে রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছেন।

এতবলি জসোদা আই পুত্র লঞা ঘরে।
স্নান করি রক্ষাবন্ধে বুকের উপরে॥ষ[৬]

সন্তান জন্মের পর তার নামকরণ বাঙালী সমাজে একটি বড় সংস্কার। বংশএ পিতাদৃ মাতাএ তিথিএ নক্ষত্রএ দেবদৃদেবীর মানতপূর্ণ বিভিন্ন দিক বিচার করে সন্তানের নামকরণ করা হয়।এক্ষেত্রে কুলপুরোহিতের একটি বড় ভূমিকা থাকে। তিনিই দিনক্ষণ বিচার করে জাতকের নামকরণ করেন। কৃষ্ণদৃবলরামের নামকরণের সময় উপস্থিত হলে বসুদেবের অনুরোধে যদুবংশের কুল পুরোহিত গর্গমুনি নন্দালয়ে এসেছেন। তিনি

এসে দুইজনের নামকরণ করেছেন। মুনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। তাই দুই শিশুর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন।

ষতবে নন্দ ঘোস বোলে ষুড়ি দুই কর।
আমার পুত্রের নাম থোবে মুনিবর॥
३३३३३३३३३३३३३३३३३३
রোহিনীর পুত্রের নাম রৌহীনেয় নাম থুইল।
রোহিনী কুমার তেঞ্ৗী সংসারে বুলিল॥
রামনাম থুইল গুণ দেখি সর্ব্বজনে।
গর্ভ সঙ্কর্সনে নাম থুইল সঙ্কর্সনে॥
३३३३३३३३३३३३३३३३३३
বড় কারণে সঙ্কর্শন নাম উহার।
অনেক নাম সব আর ঘুসিব সংসার॥
ইহা হইতে সঙ্কট বড় এড়াব গোআলে।
বড় বড় কর্ম করিব এ দুই ছাওালে॥ষ[৭]

আবার অতি ঘটা করে জন্মদিন পালন করা হত। জন্মদিনে সন্তানের চোখে কাজল পরিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। সাথে নানা রকমের দ্রব্য দান করা হত। হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যে মালধর বসু বাঙালীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন নানাভাবে। কখনো বাঙলাদেশের প্রভৃতিए নদীনালাए গাছের নামए পশুপাখির নামए কখনো বাঙলাদেশের খাদ্যাভ্যাসए কখনো পরিধানए এছাড়াও বিভিন্ন বাঙালী লোকাচারের পরিচয়ে তিনি বাঙালীত্ব সঞ্চার করেছেন একাব্যে।বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। এই হভাতহ এর কথা কাব্যের মধ্যে বহুবার কবি উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্যए স্নান করার পরই যে বাঙালী প্রধানত ভাত খায় প্রধান খাদ্য হিসাবেए সে কথাও কবি বলতে ভোলেননি।

ষভাত খাইতে স্নান করি নন্দ আইলা ঘরে॥ষ[৮]

অথবাए

মা যশোদা খেলারত কৃষ্ণ.বলরামকে ভাত খেতে ডাকছেন .

ষআইস পুত্র বলভদ্র কাহ্নাইকে লঞা।
ভাত খাঞা পুনরপি কৃড়া কর সিঞা॥ষ[৯]

অথবাए

ষসিকা করি ভাত নিল সকল ছাওালে।
বাছুর রাখি ভাত খাব জমুনার কুলে।ষ[১০]

আবার খেতে বসে অন্ন ছেড়ে উঠতে নেই এ সংস্কার বাঙালীর বহুদিনের। সে পরিচয় কাব্যে পাই.

ভাত না ছাড়িহ কেহো বুইল নারায়ণ।[১১]

এছাড়াও দুধ, দই, ঘোল, ঘি, পায়েস প্রভৃতি বাঙালী খাদ্যেরও উল্লেখ আছে।

বাঙালী বাড়ীতে গাছ লাগানোর রীতি আছে। কোন কোন গাছকে শুভ বা মঙ্গলদায়ক মনে করে বাড়ীর কল্যাণে রোপণ করা হয়। গোকুল ছেড়ে নন্দ ঘোষ যখন বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করলেন তখন বাঙলাদেশের বিভিন্ন গাছের বর্ণনা আছে।

বান্ধিল গোপের ঘর বিবিধ প্রকারে।
গাছপালা রূপিল সব উত্তম নগরে।।
গুবাক নারিকেল রূপিল মনোহর।
আম্র কাঁঠাল সব দেখিতে সুন্দর।।[১২]

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বহু দেশের নামের উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের কথাই বেশী করে ধরা পড়েছে। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশের রীতি পদ্ধতি ও সংস্কারের পরিচয় পাই।

বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর।
আকাশ মন্ডল পাইল গোসাঞীর ঘর।।
নাটসালা পাটসালা প্রাচির অলংঘিত।
২২২২২২২২২২২২২২২২২২
চতুঃসালা, চতুষ্পথ কইল ঠাঞী ঠাঞী।।[১৩]

ব্রাহ্মণ হত্যা অপরাধ বলে মনে করা হত। সকলের ব্রহ্মশাপের ভয় থাকতো। কুবের পুত্র নারদমুনিকে অপমান করলে নারদমুনি শাপ দিয়েছেন -

তবে এই শাপ তাকে দিল মুনিবরে।
বৃক্ষ হঞা জন্ম গিঞা গোকুল নগরে।।[১৪]

শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সকল ভারতবাসীই কৃষ্ণকে নিজ গৃহে ঠাঁই দিলেও তাঁকে উত্তর ভারতীয় বলয়ের অধিবাসী বলেই জানতেন। সেই কৃষ্ণকে মালধর বসু নিজস্ব প্রতিভার গুণে আঞ্চলিক ভাবরসে সমৃদ্ধ করে একান্ত বাঙালী সন্তান রূপে তুলে ধরেছেন। কবি অত্যন্ত সমাজ সচেতন শিল্পী ছিলেন। সে যুগের যুগ মানসিকতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যের একাধিক জায়গায় সেকালের সমাজ-সংসার-মানুষ পূর্ণ রূপে উঠে এসেছে। আর সেকারণেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে সেকালের বাঙালীর লোকাচার, রীতি-নীতি, সংস্কৃতির ছবি ধরা পড়েছে।

বৈদিক সংস্কার বা বিধান অনুযায়ী জাতকর্ম . চূড়াকর্মেরও বর্ণনা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। কংস নিধনের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পিতা - মাতা

বসুদেব ও দৈবকির কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করার পর বহু ব্রাহ্মণ ডেকে এনে দুই ভাই এর জাতকর্ম , চূড়াকর্ম অনুষ্ঠান করলেন।

৮কোলে করি রাম কৃষ্ণ আইলা দুইজন।
ডাকিঞা আনিল জত ব্রাহ্মণ সর্জ্জন॥
জাতকর্ম্ম চুড়াকর্ম্ম্য কইল বিধানে।
বিধি শৃষ্টি কইল জজ্ঞ পবিত্র বাহ্মণে॥৮[১৫]

আবার উৎসব ও মঙ্গল অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেকালে দান করারও রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জাতকর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু দান করা হয়েছে এ বর্ণনাও পাওয়া যায়।

৮গোসাঞীর জন্ম ক্ষেনে মুনি দান কৈল।
কুড়ি সহস্র হেম শৃঙ্গিঁ ব্রাহ্মণে দান দিল॥
নানা আভরণ দিঞা ব্রাহ্মণ তুসিল।
আনন্দিত হঞা তবে সব বিপ্র গেল॥৮[১৬]

সে সময়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে যেতে হতো। গুরুর হোমদৃযজ্ঞ পুজার্চনার পাশাপাশি সাংসারিক কর্মেও ছাত্ররা সাহায্য করতো। সেকালে চৌষট্টি রকমের বিদ্যা ছিল। বিদ্যার্জন শেষে গুরুর মনোমত গুরুদক্ষিণা দিয়ে গৃহে ফেরার রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তিপুরে গুরু সান্তিপণ এর কাছে বিদ্যার্জনের জন্য যান এবং গুরুর উপদেশে খুব অল্পদিনেই চৌষট্টি বিদ্যা রপ্ত করেন। বিদ্যার্জন শেষে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গৃহে ফেরেন।

৮অবন্তিপুরেতে দ্বিজ নাম সান্তিপণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ জেন ব্যাস তপোধন॥
চৌষট্টি বিদ্যা পড়িল চৌষট্টি দিবসে॥
২২২২২২২২২২২২২২২২২২
দক্ষিণা কি দিব গুরু বল দ্বিজবর।
তোমার প্রসাদে পড়িল জাব নিজ ঘর॥৮[১৭]

বাঙালী সমাজে বিবাহ খুব বড় একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। নব দম্পতির আগামী জীবনকে সুস্থএ সুন্দরএ আনন্দময় করে তোলার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে নানা আচারএ রীতিদৃনীতিএ সংস্কার পালন করা হয়। স্ত্রীআচারের নানা রকমফের আছে বাঙালীর বিবাহে। হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যে দেখি শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য বিবাহ করেছেন। তাঁর বিবাহিত

স্ত্রীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। স্বয়ংম্বর বিবাহএ ক্ষাত্র বিবাহএ গান্ধর্ব বিবাহ বিচিত্র রকমের বিবাহের বর্ণনা এ কাব্যে রয়েছে। বিবাহে যৌতুক নেওয়া ও তখন প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় প্রত্যেক বিবাহেই যৌতুক নিয়েছেন। বলরাম ও রেবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দৃ

ষহেনমতে মহারাজা সুখে রার্য্য করী।
রেবতি নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।।
২২২২২২২২২২২২২২২২২২
বলে মহাবলি বলভদ্র নাম তার।
তাঁরে বিভা দেহ জন্ম সফল তোমার।।ষ[১৮]

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিনীর বিবাহ প্রসঙ্গও কবি বর্ণনা করেছেন কাব্যে।

ষকৃষ্ণ অবতার নর ষুন এক চিত্তে।
রূক্মি বিবাহ কৃষ্ণ কৈল জেনমতে।।ষ[১৯]

বিবাহ কালে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গৃহ সাজানো হয় এবং মঙ্গল সূচক বস্তু গৃহের বিভিন্ন স্থানে প্রতিস্থাপন বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ লোকাচার। তার পরিচয়ও এ কাব্যে পাই কৃষ্ণ.রূক্মিনীর বিবাহে।

ষনানা চির্ত্তে ধাতু কৈল নগর চত্তর।
দ্বারে দ্বারে কলা রইল গোবাক সুন্দর।।
সয়ম্মর স্থান কৈল কনক রচিত।
দুই সারি মঞ্চ কৈল কনক রচিত।।ষ[২০]

বিবাহের পূর্বে অধিবাস একধরণের লোকাচার। তার পরিচয়ও এ কাব্যে পাই।

ষএথা সে ভিস্মক রাজা পুরোহিত লৈয়া।
কন্যার অধিবাস করে নানা ধন দিয়া।।
২২২২২২২২২২২২২২২২২২
পুত্রের অধিবাস করে লৈয়া দিজবর।।ষ[২১]

একালের মত সেকালেও দৈব বা অদৃষ্টের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। হরাখে হরি তো মারে কেহঢ র মতো লোকবিশ্বাস জনিত প্রবাদের ছায়া হশ্রীকৃষ্ণবিজয়েহ মেলে।

ষনা কান্দ না কান্দ রামা স্থির কর মতি।
দৈব হেন কোইল রাখে কাহার সকতি ।।ষ[২২]

শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি বিবাহের মধ্যে সত্যভামাকে বিবাহ করা অন্যতম ঘটনা। সেই পরিচয় কবি কাব্যে দিয়েছেন দৃ

ষকৃষ্ণ অবতার নর শুন একচির্ত্তে।
সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ কৈল জেনমতে।।ষ[২৩]

অথবাए সত্যভামার পিতা বলেছেন ॄ

চকন্যা রত্না য়াছে মোর ত্রৈলোক্য উপামা।
জগতমোহিনী কন্যা মোর সত্যভামা॥
२२२२२२२२२२२२२२२२२२२
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ন্ন্য কন্যা আছে মোর ঘরে।
তাহাকেত বিভা তুমি কর গদাধরে॥চ[২৪]

আবারए নিয়ম মেনে বিবাহের দিনए লগ্ন বিচারের উল্লেখ পাই। বিবাহে কন্যাদানের প্রসঙ্গ ও যৌতুক পণের কথাও প্রসঙ্গও কবি উল্লেখ করেছেন।

চসুনিঞা হরিসে রাজা নড়িলা সত্যর।
বিভার সুভদীন কৈল আনিঞা দ্বিজবর॥
२२२२२२२२२२२२२२२२२२२
সত্রাজিত রাজা তবে কৈলা কন্যাদান।
হস্তি অস্ব দান দিল জৌতুক বিধান॥চ[২৫]

হজাম্ববতীর বিবাহহ অংশ থেকে জানতে পারিए শ্রীকৃষ্ণকে সমন্তক মান যৌতুক রূপে দেওয়া হয়েছিল। সেকালে যৌতুক যেন বিধির বিধান ছিল। এতে কোন অন্যায় ছিল না। এটি সমাজের অন্যান্য সংস্কারের মতোই একটি সংস্কার ছিল। বিবাহে বাঙালী গৃহের দ্বারে কলাগাছ পোঁতাए মঙ্গল পতাকা বাঁধাए দ্বারে দ্বারঘট প্রতিস্থাপন করাए উলুধ্বনি দেওয়াए পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া প্রভৃতি লোকাচার রয়েছে। বর্তমানেও আছেए সেকালেও ছিল। সেকথা কবি বলেতে ভোলেননি। বিবাহাচার সম্পর্কে কবি বলেছেন ॄ

চনানা সোভা কৈল পুরি বিচিত্র বেসে।
নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে॥
প্রতি দ্বার রম্য কইল কদলি পুতিঞা ।
ঘট আরোপণ কইল জয়র্দ্ধনি দিঞা॥
নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দিগে পুষ্প পড়ে আঞ্জলি আঞ্জলি॥চ[২৬]

আবার জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহে ও যৌতুক প্রসঙ্গে বলেছেন ॄ

চনানা গুণে সম্পুর্ন্না কন্যা রূপেতে পার্ব্বতি।
গোবিন্দকে বিভা দিলা কন্যা জাম্বুবতি॥
জৌতুক আনিঞা দিলা সমন্তক মনি।
কন্যারত্ন নঞা তবে নড়িলা চক্রপানি॥চ [২৭]

কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষণার বিবাহ অংশে কবি বিবাহের সময় স্ত্রী আচারের কথাও বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র বিধান মেনেই শুভলগ্নে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিবাহে গঙ্গাজলের ব্যবহারএ সিঁথিতে সিঁদুর পরার বিষয়এ সাতপাকে প্রদক্ষিণ করাএ মাল্যদান প্রভৃতি নানা নিয়ম রীতি নিখুঁতভাবে মালধর তাঁর কাব্যে পরিবেশন করেছেন।

ষস্ত্রীলোক অসিঞা জত মঙ্গল্য কইল॥
তবেত হরিসে রাজা পাদ্যার্ঘ নঞা।
গন্ধ পুষ্প মাল্য দিল প্রভুকে ভূসিঞা॥
এথাও রাজার রানি সখিজন নঞা।
শ্রীর আচার কৈল মঙ্গল্য করিঞা॥
৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
বিচিত্র পাটের সাড়ি পরে গঙ্গাজল।
সিতাএ সিন্দুর দিল নয়ানে কাজল॥
৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
কৃষ্ণের গলে মালা দিঞা কইল প্রণামে॥
তবেত লক্ষণা দেবী হরিস হইঞা।
সাত প্রদক্ষিণ কৈল কৃষ্ণকে বেড়িঞা॥
৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
সাস্ত্র বিধানে কন্যা বিভা দিল গিঞা॥ষ[২৮]

এছাড়া সেকালে মাসএ তিথিএ নক্ষত্র বিচার করে ভালো মন্দের বিশ্বাস করা মানুষের মনে ছিল। ভাদ্রমাসে চতুর্থী তিথির চাঁদ দর্শন করলে মানুষের জীবনে মিথ্যা কলঙ্কের ঘটনা ঘটে এ বিশ্বাসও লোকসমাজে ছিল।

ষভাদ্রমাসে চতুর্থি চন্দ্র দেখিল কৌতুকে॥
তথির কারণে মিথ্যা বৈল সর্ব্বলোকে॥
হরিতালিকা তিথি বইল শ্রীহরি।
সর্ত্তরে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহারি॥
তিন তালি দিল কৃষ্ণ সভাএ বলিল।
ভাদ্রের চতুর্থির চন্দ্র কেহো না দেখিহ॥ষ[২৯]

স্ত্রীহত্যা করলে মহাপাপ হয়এ এ লোকবিশ্বাস ও জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। রাজকন্যা নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহের প্রাক্কালে বলেছেন ঃ

ষনহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।
জন্মে জন্মে পাই জেন দেব গদাধরে॥ষ[৩০]

আবারএ নারীগণের বাম নেত্র ও বাম উরু স্পন্দন শুভ বা মঙ্গলসূচক কোন কিছুর ইঙ্গিত দিত.এ বিশ্বাসও ছিলএ এখনও সমাজে তা বর্তমান। হস্যমন্তক অন্বেষণে কৃষ্ণের যাত্রাহ অংশে ভল্লুক এর সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বাদশ দিবসীয় যুদ্ধে যখন বন্ধুদৃপরিজন সকলেই ভাবছেন যে কৃষ্ণ মারা গেছেএ ঠিক তখনই রুক্মিনী দেবীর বাম উরু কেঁপে উঠেছে। এই দেখে তিনি বিশ্বাস করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ জীবিত আছেন। আর সেটাই সত্য। তাই এই ধারণা আজও লোকসমাজে বিশ্বাসযোগ্য।

চবিসাদ করিঞা দেবী করিছে ক্রন্দন।
আচম্বিতে বাম উরু করিল স্পন্দন॥
কন্দন সঙ্কলি বলে দৈবকী চরণে।
নাহি মরে পুত্র তোমার লএ মোর মনে॥চ৩১

বাঙালী জীবনে পাপ পুণ্য বোধএ এক গভীর ভাবের বিষয়। ধর্মদৃঅধর্ম সম্পর্কেও মানুষের মনে লোকবিশ্বাস ছিল যে ধর্ম করলে মৃত্যুর পর স্বর্গবাস হয় আর অধর্ম করলে নরকে ঠাঁই হয়। মৃত্যুর সময়কালে যমদূতের আগমন ঘটেএ মৃত্যুর পর যমদূতেরা মৃত ব্যক্তিকে ;বলা ভালো আত্মাকেব্ব যমালয়ে নিয়ে যান। মৃত্যুর পর যমরাজের সভায় জীবিতকালে মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার হয়। আর সেই অনুযায়ী তার পরিনাম নির্ভর করে.এ ধারণা বহুদিনের। হনৃগরাজার উপাখ্যানহ অংশে বলা হয়েছে দৃ

চকথোদিনে মৃত্তকাল হইল আমার।
নঞা গেল জমদূতে জমের দুয়ার॥
তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধম্ম অধিকারি।
তোমার জতেক ধর্ম্ম গনিতে না পারি॥
নানা দান নানা ধর্ম্ম কইলে নরপতি।
ঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽ
অজ্ঞাতে ইসত কৈলে ব্রহ্মর্স্ব গ্রহণে॥
দুই দ্বিজে শৃঙ্গ হেতু কলহ করিঞা।
আইল তোমার ঠাঞি সেই ধেনু নঞা॥
প্রবোধিতে তাহারে নারিলে নৃপবর।
সেই পাপ হৈল তোমার স্বরিরে ভিতর॥
অল্প অধর্ম্ম ইহা গনিতে না পারি।
ভুঞ্জিবেত কোন ভোগ বল দৃঢ় করি॥
জমের বচন ষুনি মনেত গুণিঞা।

অল্প অধর্ম্ম আগু ভুঞ্জিবেত গিঞা৷৷
২২২২২২২২২২২২২২২২২
রথে চড়ি স্বর্গ গেলা সেই নৃপবরে৷৷চ[৩২]

আবার ব্রহ্মস্ব হরণ ছিল গুরুতর পাপকাজ৷ এর ফলে বংশ নাশ পর্যন্ত হতে পারে৷ এ সম্পর্কে বাঙালীর ভয়.ভীতি ছিল মনে৷ বাঙালীর সমাজজীবনে ব্রহ্মশাপ এবং বংশ বিনাশ.এই লোকবিশ্বাস আজও রয়েছে৷ গোবিন্দ সকল পুত্রদের ডেকে বলেছেন দৃ

চতবে গোবিন্দাই সর্ব্ব পুত্রে ডাকি আনি৷
বইল ষুনিলে পুত্র মৃগ মুখ বানি৷৷
বিসেষে ব্রর্ম্মস্ব বড় সুন পুত্রগণ৷
ব্রহ্মাস্বেত বংস নাস বিসেষে গোধন৷৷
অজ্ঞাতে ব্রর্ম্মস্ব হিন জেবাজে সংহরে৷
ষনে এক বিংসতি পুরূষ নাশ করে৷৷চ[৩৩]

এছাড়াও হমুষল উৎপত্তিহ অংশে দেখি দৃ

চপাঠাইয়া দেবগণ দেব নারায়ণ৷
ব্রহ্মসাঁপে লক্ষ করি বংস করিব নিধন৷৷
২২২২২২২২২২২২২২২২২
হইব অদ্ভুত বংস সভেত দেখিব৷
সেই বংস হৈতে তোর নির্ব্বংস হইব৷৷
২২২২২২২২২২২২২২২২২
কি করিব কি করিব শ্রীমধুসোদন৷
ব্রহ্মসাঁপে ব্যাকুল সকল জদুগণ৷৷চ[৩৪]

আবারএ বাঙালী পুনজর্ন্মবাদে বিশ্বাস করে৷ মনে করে মৃত্যুর পর পুনরায় গর্ভবাস করতে হবে দশমাস দশ দিন৷ জঠর যন্ত্রণা যেন তখন নরক যন্ত্রণা হয়ে ওঠে৷ আজও বাঙালী লোকসমাজে পুনজর্ন্মবাদের ধারণা অটুট৷

চগর্ভবাস দুঃখ জিবে বিস্তর সে হয়৷
মনে চিন্তি পুন জিব জেন গর্ভবাস নয়৷৷
হেনক নরক সুন জঠর জননি৷
দস জুগ অধিক সেই দস মাস মানি৷৷চ[৩৫]

বাঙালী জীবনে লোকসংস্কৃতির নানা চিত্র হশ্রীকৃষ্ণবিজয়েহ কাব্যে আছে৷ জনসমাজে নানা আধিদৈবীকএ আধিভৌতিক ঘটনাকে মানুষ বিশ্বাস করে এবং মনে করেন এর জন্যই শুভ.অশুভএ মঙ্গল.অমঙ্গল ফলাফল ঘটে জগতে ও জীবনে৷ ভূমিকম্পএ উল্কাপাতএ কুকুরের কান্নাএ শিয়ালের উল্কামুখে গমনএ গ্রহণ এ সকল বিচিত্র ঘটনাকে

সমাজ আজও বিশ্বাস করে। এসবের পরিচয়ও আমরা কাব্যে পাই। হযদুবংশ ধবংসের চিন্তাহ অংশে বলা হয়েছে দৃ

ঘহেনকালে উৎপাত দেখিয়া সর্ব্বলোক।
চিন্তাএ বাড়িল হিংসা দুঃখ ভএ সোক॥
অকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর।
ভূঞিকম্প হএ তবে দ্বারিকা নগর॥
উল্কাপাত সত সত আকাসে হইল।
নির্ঘাত শব্দে কর্ন্নে তালি সে লাগিল॥
আকাসেতে ধুমকেতু গ্রহ গ্রহ রূন।
সর্ব্বক্ষণ ঘোমাইল দ্বারিকার জন॥
কাষ্টসিলা নির্ম্মিত দেবত প্রতিমা বিদরে।
কপোত পেচক পড়ে পৃতি ঘরে ঘরে॥
কুকুর কান্দএ সিবা উল্কামুখে ধাএ।
চতুষ্পথে দেবতা বসি কান্দে উভরাএ॥ঘ[৩৬]

এসকল ঘটনা পরিবারে বা সমাজে ঘটলে তীর্থভ্রমণে যেতে হত পাপ স্খালন করতে এই লোকাচার বাঙালী সমাজে বিদ্যমান। যদুবংশের ধবংসের সময়কাল উপস্থিত হলে প্রতিকারের জন্যে সকলে মিলে প্রভাস তীর্থে স্নানদান করে পুণ্যলাভ করতে যাওয়া স্থির করেছেন।

ঘসভে চল জাই প্রভাস তির্থবরে।
স্নানদান করিয়া করিব প্রতিকারে॥ঘ[৩৭]

হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যে লৌকিক আচারএ নিয়ম এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন দৃঘপরদার গমনএ স্ত্রী বধএ নারীহত্যা সেকালে চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপকার্য বলে বিবেচিত হত। হস্ত্রী বধিয়াহ অপবাদ সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল। ভাদ্রমাসে চতুর্থীর চাঁদ দর্শন করলে মিথ্যা কলঙ্ক হয় এই রকম বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। ২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২স্ত্রীলোকের বাম ঊরুএ বাম নেত্র এবং বাম বাহু স্পন্দন সৌভাগ্যের সূচনা করত।ঘ[৩৮]

জন্মদৃবিবাহদৃঅন্যান্য লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কারের বর্ণনাও এ কাব্যে মালাধর বসু দিয়েছেন। বাঙালী হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াদির বর্ণনা সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রাদ্ধে পিন্ডদানএ তর্পণএ গঙ্গা স্নানএ দানধ্যান প্রভৃতি সংস্কারের পুঙখানুপুঙখ পরিচয় আছে হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যে হস্যমন্তক অন্বেষণে কৃষ্ণের যাত্রাহ অংশে। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক

মণি আনতে ভাল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য গুহায় প্রবেশ করার আগে বন্ধুদের বলেছিলেন দৃ

ষজখন গদাধর শুলঙ্গে প্রবেস করে।
সকরুণ হএ্যা কৃষ্ণ বইল আমারে॥
দ্বাদস দিবস থাকি জাইহ নিজ ঘরে।
শ্রাদ্ধ সান্তি করিহ পালিহ কোঙরে॥[৩৯]

বারো দিন পরেও যখন কৃষ্ণ গুহা থেকে বেরোলেন না তখন বন্ধুরা কৃষ্ণ মারা গেছে ভেবে কাঁদতে কাঁদতে দ্বারকায় গেল এবং মৃত্যু সংবাদ দিল।

ষএথা সুলঙ্গ দ্বারে জত বন্ধু ছিল।
দ্বাদস দিবস হইল গোবিন্দ না আইল॥
মৈল গোবিন্দ সভে দৃঢ় মন করি।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে গেলা দ্বারকা নগরি॥
বসুদেব দৈবকি কহিল উগ্রসেনে
ষুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে॥ষ[৪০]

এই কথা শুনে উগ্রসেন ও বসুদেব লৌকিক আচার ও শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। সমুদ্রের তীরে শ্রীকৃষ্ণের কুশপুতুল দাহ করলেন এবং অন্যান্য নিয়ম পালন করলেন।

ষসাস্ত্রের বিধানে তারে সান্ত করাইএ্যা।
লৌকিক ব্যবহার কৈল সমুদ্রকুলে গিএ্যা॥
কুস পুত্যলি দাহন কৈল সমুদ্রের কুলে।
পিন্ডদান তর্পণ কৈল সমুদ্রের জলে॥
দানধ্যান কৈল তবে সাস্ত্রের বিধানে।
সম্পূর্ণ শ্রার্দ্ধ কৈল ত্রিয়োদশ দিনে॥
২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২
পিন্ডদান কৈল জত দ্বারকা নগরে॥ষ[৪১]

কিন্তু কৃষ্ণের তো মৃত্যু হয়নি। সকলে অনুমান করেছিলেন যে কৃষ্ণ মারা গেছে। তার দেহ পাওয়া যায়নি। তাই তাঁর কুশপুতুল সমুদ্রের জলে পোড়ানো হয়েছিল। কিন্তু কাব্যের শেষে যখন সত্যই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে তখন তার বর্ণনাও কবি করেছেন। অর্জুন যথাবিহিত শাস্ত্রের বিধান ও লোকাচার মেনে শ্রীকৃষ্ণ ও যদুবংশীয়দের সৎকারҽ শ্রাদ্ধ. শান্তি করেছেন। এই বিবরণ থেকে সমাজের একটি বিশেষ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

ষসভা লৈয়া গেলা তবে সেই মৃর্তুস্থানে।
সভারে দাহন কৈল সাস্ত্রের বিধানে॥
২২২২২২২২২২২২২২২২২২
সভাকার সৎকার করিল অর্জ্জুনে।
নিত্য কৃয়া স্রার্দ্ধ দান করিল ততক্ষণে॥ষ[৪২]

সংস্কার বহুকাল ধরেই মানুষের মনের মধ্যে বাহিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও বাঙালী সমাজ মানসে লোকসংস্কারের ব্যবহারিক রূপ জীবনের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ে। মধ্যযুগেও ধর্মাশ্রিত সাহিত্যে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম হশ্রীকৃষ্ণবিজয়হ কাব্যে মধ্যযুগীয় মানসিকতাএ সমাজের বিশ্বাস.সংস্কার.লোকাচার একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে। যদিও এ কাব্য তত্ত্ব কথায় পরিপূর্ণ। তবুও বাঙালী কবি মালাধর বাঙালীত্বকে ভুলতে পারেননি। তাই এ কাব্যে নানা ঘটনার সময়ে সমাজের বিশ্বাস.সংস্কারকেন্দ্রিক লোকাচার ও লোকঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর সুনিপুণ কাব্যপ্রতিভার লেখনীর মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্রঃ.

১। ভট্টাচার্যএ অমিত্রসূদন ও রানাএ সুমঙ্গলএ শ্রীকৃষ্ণবিজয়এ চতুর্থ সংস্করণএ রত্নাবলীএ পৃষ্ঠা. ১৭২
২।তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৭৬
৩। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৭৬
৪।তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৭৬
৫। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮০
৬। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮০
৭। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮১
৮। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮৭
৯। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮৭
১০। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৯১
১১। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৯৩
১২। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮৮
১৩।তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ২৬১
১৪। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ১৮৫
১৫। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ২৫১
১৬। তদেবএ পৃষ্ঠা দৃ ২৫১

১৭। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৫১
১৮। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৬৭
১৯।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৬৮
২০।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৬৯
২১। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৭২
২২। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৭৭
২৩। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮২
২৪। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৯০
২৫। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৯১
২৬। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৯
২৭। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৯
২৮। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৩০৪ .৩০৫
২৯।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৯৭
৩০।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৩০১
৩১।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৭
৩২।তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৩৩৪ .৩৩৫
৩৩। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৩৩৫
৩৪। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৪৩৬ .৪৩৭
৩৫। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৪৪৬
৩৬। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৪৬১
৩৭। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৪৬১
৩৮। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ১১৯
৩৯। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৬
৪০। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৬
৪১। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ২৮৮
৪২। তদেবং পৃষ্ঠা দৃ ৪৬৬ .৪৬৭